দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫

জোট সরকারের ৫ বছর

বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে তহবিল শূন্য হয়ে পড়ে ৯ শিক্ষা বোর্ড

ইনকিলাব রিপোর্ট : জোট সরকারের পাঁচ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ ছিল দেশের ৯টি শিক্ষা বোর্ড। মন্ত্রণালয়ের বেপরোয়া চাঁদাবাজির কারণে শিক্ষা বোর্ডগুলোর তহবিল শূন্য হয়ে পড়ে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের চাঁদাবাজিতে এক পর্যায়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়ন মন্ত্রণালয়কে আর টাকা না পৃ : ১১ : ক : ৭

বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দেয়ার জন্য চেয়ারম্যানদের আল্টিমেটাম প্রদান করে। জানা গেছে, বিগত সরকারের আমলে কম্পিউটার ক্রয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ, প্রকল্প পরিচালনার ব্যয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিমান ভাড়া, জেট ফুয়েলের মূল্য পরিশোধ, দিবস উদযাপন, গাড়ী ভাড়া, তেল খরচ, সেমিনার, সভা-সমাবেশের খাবার বিলের খরচের নামে বোর্ডগুলো থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। আর এই চাঁদার সিংহভাগ ব্যয় করা হয়েছে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। শুধু তাই নয়, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে আইসিটি কল্যাণ তহবিল, জাতীয় শিক্ষক দিবস পালনসহ এরকম অসংখ্য অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ডগুলো থেকে টাকা আদায় করেছে।

একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ড থেকে কোন নিয়ম-নীতি ছাড়াই কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। যে বোর্ডের ছাত্র সংখ্যা যত বেশী সে বোর্ডের কাছ থেকে সে হারে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এক কথায় ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করা হয়েছে। এ ধরনের চাঁদার বিষয় নিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলো অডিট আপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। কম্পিউটার ক্রয়ের নামে মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে প্রতিবছর মোটা অংকের চাঁদা আদায় করেছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নামে এই চাঁদা আদায় করা হয়েছে। ২০০৫ সালে বোর্ডগুলোর কাছে এ বাবদ ২০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়।

জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এসএসসি, এইচএসসি, আলিম, ফাজিল, কামিল ও কারিগরি শিক্ষা পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন কেন্দ্রে আকস্মিক পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টারের ভাড়া ও জেট ফুয়েলের পয়সায়ও বোর্ডগুলোকে যোগাতে হয়েছে। তাছাড়া পাবলিক পরীক্ষায় নকল বিরোধী অভিযানে প্রতিমন্ত্রীর গমনাগমন উপলক্ষে কার্ড ছাপানো, হল ভাড়া, মধ্যাহ্ন ভোজসহ আনুষঙ্গিক খরচও বোর্ডগুলোকে বহন করতে হয়েছে।